প্রতিদিন গড়ে ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : রেল, সড়ক, বিমানবন্দর ও নৌবন্দরগুলির পরিকাঠামোর বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা চলছে। নীতি আয়োগের বৈঠকে পরিকাঠামোর উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। জানা গেছে, রেল ও সড়ক ক্ষেত্রের সার্বিক পর্যালোচনার সময় যে প্রকল্পগুলি রূপায়িত হচ্ছে সেগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পর্যালোচনার বৈঠকে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় প্রতিদিন গড়ে ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক পথ তৈরির কাজ সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হচ্ছে। যোজনার আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে নির্মিত হয়েছে অতিরিক্ত ৪৭৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক পথ। ওই একই সময়কালে সড়ক ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে আরও ১১৬৪১টি জনবসতিতে।

২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে, ৪০০০ কিলোমিটারের বেশি গ্রামীণ সড়ক, সড়ক নির্মাণের কাজে প্লাস্টিক, প্লাই অ্যাস, লোহা ও তামার পাত, কোল্ড মিক্স ইত্যাদি সাধারণভাবে অপ্রচলিত সামগ্রী আরও বেশি পরিমাণে ব্যবহারের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে, গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ এবং তার গুণগত আস্থা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তির বাইরেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

দেশের যে সমস্ত গ্রামীণ জনবসতির সঙ্গে এখনও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগ গড়ে উঠেনি। সেগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রকল্প বর্তমানে রূপায়িত হচ্ছে সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সড়ক নির্মাণে নতুন নতুন প্রযুক্তি নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। পরিকাঠামো সৃষ্টির কাজে এবং ভারতে তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪ ও ৬ লেনের জাতীয় সড়ক নির্মিত হয়েছে ২৬০০ কিলোমিটারের বেশি। এই কাজে আরও গতি আনার উপরে জোর দিচ্ছে জাতীয় সড়ক উন্নয়ন দফতর।

কৃষক কল্যাণ তহবিলের সর্বাধিক বরাদ্দ মঞ্জুর করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : কৃষকদের স্বার্থে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সরকার কৃষি উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা, দুগ্ধ, প্রাণীপালন ও মৎস্য পালনের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষিজ শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণে সংস্থার মাধ্যমে কাজ এগিয়ে চলেছে। ২০১৭ সাসে খারিফ শস্য উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করার উপরেও জোর দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিগত বছরের চাষাবাদের পর্যালোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যতের কৃষি পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিং জানিয়েছেন, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার চেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সরকারের কৃষি বিকাশমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন।

কৃষিমন্ত্রী সার্বিক সাফল্যের জন্য সনিষ্ঠ উদ্যোগের জন্য আহ্বান জানান। সরকার কৃষি সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রকল্প ও কর্মসূচিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সবার সমবেত উদ্যোগের আহ্বান জানিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন অগ্রিম পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট তথ্য আদান-প্রদান করেন। তিনি বলেন, কৃষকরা ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন (এনএফএসএস), জাতীয় উদ্যান চর্চা মিশন (এনএইচএম), রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আরকেভিওয়াই) ও প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর (ডিবিটি)-এর মাধ্যমে সার্বিক সুবিধার আওতায় প্রাথমিকভাবে ১৯টি রাজ্যের ৪৮২টি জেলাকে রূপায়ণের জন্য বেছে নেওয়া হলেও এনডিএ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ২৯টি রাজ্যের ৬৩৮টি জেলাকে নানাভাবে আওতাভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এর বাইরে ২.৭০ লক্ষ হেক্টর জমিকে জৈব চাষের আওতায় নিয়ে আসা

হয়েছে। সার্বিক কৃষি বিকাশের লক্ষ্যে দ্বাদশ পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া কৃষি উৎপাদনে সমর্থন মূল্য জোগান দিতে এফসিআই, সিসিএল, জিসিএল, এনএএফইডি, এসএফএসই'র মতো সংস্থাকে কাজে লাগানো হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বিশেষভাবে খারিফ মরশুমের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকেও আলাদাভাবে পরিকল্পনার কথা আহ্বান জানান। বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্যও কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানান।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের রেল ইঞ্জিনটিকে চলাচলের সবুজ সংকেত দিচ্ছেন রেল বোর্ডের সদস্য ঘনশ্যাম সিং।

অসুস্থতার জন্য সাহায্য নেওয়া যাবে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল থেকে

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিলের সদস্যদের এবার থেকে পরিবারের সদস্য বা তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের অসুস্থতার ক্ষেত্রে অগ্রিম সাহায্য নেওয়ার জন্য কেবলমাত্র নিজ ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে।

পরিবারের নিকটজনের ক্ষেত্রেও একই নিয়মে এই অগ্রিম সাহায্য পাওয়া যাবে। ১৯৫২ সালের কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিলের ৬৮ জে অনুচ্ছেদ বা ৬৮ এন অনুচ্ছেদের আওতায় এখন থেকে অসুস্থতার ক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থ নেওয়ার জন্য তহবিলের সদস্যকে কোনও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট বা অন্য সার্টিফিকেট বা নথিপত্র জমা দিতে হবে না।

কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান এই মর্মে ১৯৫২ সালের কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল প্রকল্পে ৬৮ জে এবং ৬৮ এন অনুচ্ছেন সংশোধন করেছে এবং সংশোধিত নিয়মনীতি প্রকাশিত হওয়ার দিন থেকেই তা কার্যকর করা হবে।

এই সংশোধনের পরে তহবিলের সদস্যদের এবার থেকে পরিবারের সদস্য বা তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রেও একই নিয়মনীতি প্রযোজ্য হবে। শুধুমাত্র সাহায্যের আবেদনপত্র পাওয়া গেলে টাকা পাবেন কর্মচারীরা।

কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিলে ই-প্রশাসনিক সংস্কারের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার অঙ্গ হিসাবেই এই সংশোধন বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই ইএফও পরিষেবা আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

১০টি পর্যটন কেন্দ্র থেকে আয় বাড়াতে পদক্ষেপ নিল পর্যটন মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলি থেকে আয় বৃদ্ধির দিকে নজর দিল পর্যটন মন্ত্রক। এর ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে বলেও মনে করা হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরে যেভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে ধর্মীয় স্থানগুলিকে পর্যটকরা বেশি করে হাজির হবেন বলে জানিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রকের আধিকারিকরা। পর্যটন মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, স্বচ্ছ ধর্মীয় স্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই বৈঠকে হাজির ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল এম এম ভোরা, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত রাজ, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিমন্ত্রী অজয় নন্দা, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রক, নগরোন্নয়ন ও পর্যটন মন্ত্রকের আধিকারিকরা।

স্বচ্ছ ধর্মীয় স্থান সংক্রান্ত উদ্যোগের ১০টি স্থানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই ১০টি ধর্মীয় স্থানে যাতে আরও পর্যটকরা বেশি করে আসতে পারেন সে কারণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রকের কর্তাদের আশা এই ১০টি পর্যটন কেন্দ্রে আয় বৃদ্ধি পাবে। এগুলি হল গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, মহাকালেশ্বর মন্দির, চারমিনার, গোয়ার সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি চার্জ ও কনভেন্ট গোয়া, আদি শঙ্করাচার্যের বাসস্থান, গোমোতেশ্বর, বৈদ্যনাথ ধাম, গয়া এবং সোমনাথ মন্দির। এই ১০টি ধর্মীয় স্থানকে প্রথম পর্বে গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে আজমের শরিফ দরগা, সিএসটি, স্বর্ণমন্দির, কামাখ্যা মন্দির, মণিকর্ণিকা ঘাট, মীনাক্ষী মন্দির, মাতা বৈষ্ণোদেবী, জগন্নাথ মন্দির, তাজমহল ও তিরুপতি মন্দির। এই স্থানগুলি থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পর্যটন মন্ত্রক।

Notice Inviting Tender No. NIQ-03/EE/PWD,KED OF 2017-18

Tender are invited by Executive Engineer, PWD, Kolkata East Division from bonafied outsider having credential of same nature of work for above mentioned NIQs'.

Last date of application is 03.05.2017

Further Corrigendum and addendum, if issued, will be published only on departmental web site.

All other details are available in etender.wb.nic.in & www.pwdwb.in as well as in this office notice.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata East Division.

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER NOWBPWD/SE/SEC/NIT-17/2016-2017-2ND CALL vide this office memo no-350Dated-28.4.2017
TENDER ID-2017_WBPWD_110382_1

E -Tender (online) is invited by the Superintending Engineer, Southern Electrical Circle, P.W.Dte., Mechanical Complex,Deshbandhunagar,Baguiati,Kolkata-700059 for Supply, Installation, Testing & Commissioning of Fire Detection and Alarm System Network of Ashokenagar State General Hospital,Ashokenagar,North 24 Parganas.Earnest Money:Rs. 100000.00 or 2% of Quoted amount whichever is higher& to be deposited in the shape of Bank draft/pay order from any nationalized bank drawn in favour of the Executive Engineer, North 24 Parganas Electrical Divn. against the work.Bid Proposal submission end date:-12.05.2017 up to 05 p.m. Details information will be available from this office and also in website: **http://etender.wb.nic.in& http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- B. Mukhopadhyay
Superintending Engineer
Southern Electrical Circle
P.W.D.

প্যাকেটজাত জলে ভেজাল রোধে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে : রামবিলাস

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : সরকার প্যাকিং করা জলে ভেজাল মেশানো বন্ধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। শনিবার এক অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ কথাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টনমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান। তিনি বলেছেন, উপভোক্তা বিষয়ক দফতর এফএসএসএআইকে এমন ধরনের স্বল্প মূল্যের পরীক্ষা করার যন্ত্র প্রস্তুত করতে অনুরোধ করেছে যা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রীকে কার্যকরভাবে ভেজাল রোধ করতে পারবে।

তিনি আরও বলেছেন, উপভোক্তা বিষয়ক দফতর পরবর্তী ৩ মাসে ৬টি আঞ্চলিক উপভোক্তা হেলপ লাইনের সূচনা করবে। রাজ্য সরকারগুলিকে অঞ্চলিক উপভোক্তা হেলপ লাইন স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার অঙ্গিকারও জানিয়েছেন পাসোয়ান। তিনি বলেছেন, এই দফতর ২০১৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ২০১৭'র ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহ ও স্বেচ্ছাসেবী উপভোক্তা সংগঠনগুলিকে নিয়োজিত করে উপভোক্তা সচেতনতা যাত্রার আয়োজন করবে। উপভোক্তা বিষয়ক ও গণবণ্টন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সি আর চৌধুরী একই ধরনের বক্তব্য পেশ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান সেই বক্তব্যকে যেন সিলমোহর দিতে চেয়েছেন।

সদস্যদের কাছ থেকেও হোটেল ও রেস্তোরাঁয় পরিষেবা মূল্য নির্ধারণ, খাদ্যদ্রব্য বিনষ্ট করা সম্পর্কে সচেতনা সহ এমআরপি'র চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করা, জাগরুক গ্রাহক কেন্দ্র এবং খাদ্য দ্রব্যের ভেজাল ও ভেজাল সামগ্রী সম্পর্কিত ক্রমবর্ধমান সচেতনতা মূলক বিষয়গুলি সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়া হয়। এই বৈঠকে এফএসএসআইএ, বিআইএস সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ মূলক সংস্থার আধিকারিকরা ও রাজ্য সরকার সমূহের আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার থেকে বেশি রেলপথ তৈরি হয়েছে : সুরেশ প্রভু

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : চলতি আর্থিক বছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি রেলপথ তৈরি হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে নতুন রেললাইন তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০০ কিলোমিটার। বাস্তবে সেখানে এই মাত্রা অতিক্রম করে নির্মিত হয়েছে ৯৫৩ কিলোমিটার। এই সময়কালে গেজ পরিবর্তন করা হয়েছে ১,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথে। অন্যদিকে রেল বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ২,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি। তুলে দেওয়া হয়েছে প্রহরীবিহীন ১,৫০০টি লেভেল ক্রসিংকে। তৈরি হয়েছে ৩৪,০০০ বায়োটয়লেট এবং ওয়াই-ফাইয়ের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে ১১৫টি রেল স্টেশনে। রেল স্টেশনগুলির পুনরুন্নয়ন এবং যাত্রী ভাড়া বাদে অন্যান্য খাতে আর বেশি করে রাজস্ব অর্জনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু।

ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে, চারধাম প্রকল্প, কোয়াজিগঞ্জ-বানিহাল টানেল, চেনাব রেল সেতু এবং জিরিবাম ইম্ফল প্রকল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলির অগ্রগতিও এদিন খতিয়ে দেখা হয়েছে।

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123
TENDERNOTICE
No. 13/FCIV/WS/Q/17-18 Dated: 27.04.2017
Sealed tender are invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible contractor for Procurement of Water Supply Pipe Line Specials and tools for laying new pipe line. Last date of application for purchase of tender paper 06.05.2017 up to 3.00 pm. Last date of receiving hard copy of tender 08.05.2017 up to 3.0 pm. The detail tender notice may be seen in the Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
Sd/-
Uttam Das
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123
TENDERNOTICE
No. 12/TSFC/WS/Q/17-18 Dated: 27.04.2017
Sealed tender are invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible contractor for Procurement of Water Supply Pipe Line Specials in connection with Surface Water Project, Phase-II Last date of application for purchase of tender paper 06.05.2017 up to 3.00 pm. Last date of receiving hard copy of tender 08.05.2017 up to 3.0pm. The detail tender notice may be seen in the Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
Sd/-
Uttam Das
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123
TENDERNOTICE
No. 11/TSFC/WS/Q/17-18 Dated: 27.04.2017
Sealed tender are invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible contractor for Procurement of Water Supply Pipe Line Specials in connection with Surface Water Project, Phase-I. Last date of application for purchase of tender paper 06.05.2017 up to 3.00 pm. Last date of receiving hard copy of tender 08.05.2017 up to 3.0 pm. The detail tender notice may be seen in the Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
Sd/-
Uttam Das
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123
TENDERNOTICE
No. 10/TSFC/WS/Q/17-18 Dated: 27.04.2017
Sealed tender are invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible contractor for supply of KSB make Submersible type pump motor of 25 HP, 20 HP & 15 HP. Last date of application for purchase of tender paper 06.05.2017 up to 3.00 pm. Last date of receiving hard copy of tender 08.05.2017 up to 3.0 pm. The detail tender notice may be seen in the Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
Sd/-
Uttam Das
Chairman
Barrackpore Municipality

সুরক্ষার ট্যাক্সি শহরে আনছে আইইএম

স্টাফ রিপোর্টার : রাতের দিকে মহিলা যাত্রীরা ট্যাক্সিতে একেবারেই নিরাপদ নন। এ নিয়ে শহরের বিভিন্ন থানায় একাধিকবার অভিযোগ তুলেছেন এ শহরের মহিলা যাত্রীরা। এবারে সেই সমস্ত যাত্রীদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে চলেছে ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম)। বিশেষ করে রাতের দিকে মহিলা যাত্রীরা যাতে নিরাপদে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারেন সেজন্য একটি বিশেষ ধরনের ট্যাক্সি শহরে আনতে চলেছে। যেই ট্যাক্সিতে চালকের পিছনের দিকে যাত্রীরা বসবেন সেই জায়গাটি পুরোপুরি নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা সুরক্ষিত থাকেন।

কলকাতায় ৫টি শাখা খুলল উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতায় পথ চলা শুরু করল উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক। শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে এই ব্যাঙ্কের পথ চলা শুরু হয়। চলতি আর্থিক বছরে ২,৫০০ কোটি টাকা আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে ব্যাঙ্কটি। প্রবীণ নাগরিকদের সুদের হার ০.৫ শতাংশ বেশি দেওয়ার পাশাপাশি স্থায়ী আমানতে ২ বছরে ৮ শতাংশ সুদ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক। গত ফেব্রুয়ারিতে এই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা শুরু হওয়ার পর থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত মোট ৪৫৭টি শাখার মাধ্যমে ২৫টি ব্যাঙ্ক চালু হয়েছে।

চলতি ও আগামী অর্থবর্ষের মধ্যে এটিকে ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যে সমস্ত এলাকায় কোনও ব্যাঙ্ক নেই, সেই সমস্ত এলাকাতেই ব্যাঙ্ক খোলা হবে।

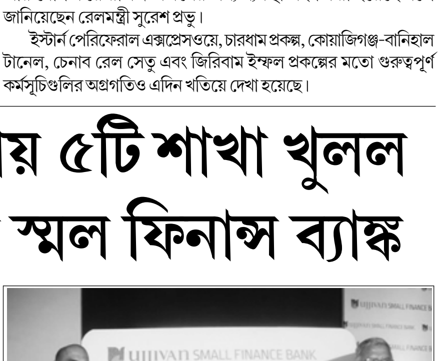

আগামী ৫ বছরের জন্য লক্ষ্য পূরণের জন্য ৫০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এবং সস্তায় আবাসন কেনার জন্য ঋণ দেওয়া হবে।

ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে গ্রাহকদের সুদের হার আরও বেশি করে আগে তারা গ্রাহকদের যে হারে ঋণ দিয়েছেন তার থেকে কিছুটা কম হারে সুদ দেওয়ার চেষ্টা হবে।